নাবা সম্পাদকীয় সংখ্যা ৫০৪
বৃহস্পতিবার, ২২ মুহাররম, ১৪৪৭ হিঃ
بسم الله الرحمن الرحيم
النبأ

আর যা ফেনা, তা বিলীন হয়ে যায়

আজ বাতিলপন্থীরা যেভাবে নিজেদের হাতে থাকা শক্তি, দমন-পীড়নের অস্ত্র ও বাহ্যিক বিজয় দেখে গর্বে ফুলে উঠছে, তা নতুন কিছু নয়। এ ধরণের ঘোরতর আত্মপ্রবঞ্চনা ও অহংকার তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও ছিলো। তবে শেষমেশ তারা হারিয়ে গিয়েছিলো ধ্বংসের অতল গহ্বরে। আল্লাহর যে সুন্নাহ (নিয়ম) যুগে যুগে বাতিলের ওপর জারি হয়েছে—তা অপরিবর্তনীয়। যেমন তা অতীতে কার্যকর ছিলো, তেমনি আজও তা অব্যাহত থাকবে। আজকের এই দাম্ভিক গোষ্ঠীও তাদের পূর্বসূরিদের পথেই হাঁটছে। সুতরাং আজকের বাতিলরাও তাদের পূর্বপুরুষদের মতো আল্লাহর শাস্তি ও গজবের শিকার হবে- হয় সরাসরি আসমানি আজাব দ্বারা, নয়তো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হাতে পরাজয়ের মাধ্যমে। যখন আমরা কাফিরদের বড় বড় ষড়যন্ত্র ও গভীর চক্রান্তের চিত্র পর্যালোচনা করি, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের হৃদয়ে কী গভীর ঔদ্ধত্য ও অহংকার বাস করে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি বাস্তবতাও উন্মোচিত হয় যে, তারা কতটা ভয় পায় হক্ক এবং তার অনুসারীদেরকে। আজ দুনিয়ার চতুর্দিকে গড়ে ওঠা সামরিক ঘাঁটি, অস্ত্রাগার আর কূটনৈতিক জোট—এসবের প্রধান উদ্দেশ্য একটাই: মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, কারণ তারাই তো সত্যের অগ্র সেনানী।অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, শুধু নিজেদের সেনাবাহিনী ও সরকারকে নিয়ে তারা ভরসা করতে পারছে না। ফলে তারা এখন নিজেদের ভিন্নমত ভুলে গিয়ে পারস্পরিক বিরোধ স্থগিত রেখে, কেবল একটি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে চায়- যেকোনো মূল্যে মুজাহিদদের দমন করা! এমনকি যদি এই মুজাহিদগণ সংখ্যায় নগণ্য এবং অস্ত্রশক্তিতে নিতান্ত দুর্বলও হয়। যদিও বিভিন্ন মিডিয়া একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত, নানা মত ও উদ্দেশ্যে বিভক্ত, তবুও এক জায়গায় তারা সম্পূর্ণ একমত—তা হলো ইসলাম ও তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তারা একযোগে চেষ্টা করে ইসলামী পরিচয় মুছে ফেলতে, নৈতিকতা ও শালীনতার চিহ্ন মুছে দিয়ে এর পরিবর্তে মানুষের মন-প্রাণ ভরে দিতে চাহিদানির্ভর ভোগবাদ, ফিতনা ও অবাধ কামনার বিস্তারে। কারণ তারা জানে, হক্কের সামনে বাতিলের মরীচিকা কখনো টিকতে পারে না, সমুদ্রের ফেনার মতোই বিলীন হয়ে যায়। ইতিহাসজুড়ে অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যা সাক্ষ্য দেয় –সত্য সমাগত হলেই মিথ্যার বিলুপ্তি ঘটে। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত সুন্নাহ কখনো বদলায় না। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا}.

“আর বল, ‘সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলীন হয়েছে; নিশ্চয় মিথ্যা বিলীয়মান।”

আর হক্কের আগমন ঘটে তার ধারকবাহকদের হাত ধরে। যারা একে বহন করে, এর জন্য লড়াই করে, এবং যারা কথা ও কাজের মাধ্যমে হক্কের দাওয়াত পৌঁছে দেয়। হাদিসের ভাষ্যমতে এমন একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

(لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) [رواه مسلم].

“কিয়ামাত পর্যন্ত আমার উম্মতের একদল সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে” (সহীহ মুসলিম), এটাই সে দল, যাকে আল্লাহ বাতিলের উপর নিক্ষেপ করেন, ফলে তারা তাকে চূর্ণ করে দেয় যুদ্ধের মাধ্যমে; তারা তাকে চূর্ণ করে দেয় তাদের রিবাত ও দৃঢ়তার মাধ্যমে, এবং সঠিক মানহাজ ও সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর পথ চলা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে; তারা তাকে চূর্ণ করে দেয়, যখন তারা বাতিলকে বর্জন করে, তার থেকে পৃথক হয়ে যায়, এবং সবসময় সর্বাবস্থায় তার বিরোধিতা করে। আর এটা জানা কথা যে, বাতিল কখনোই বাতিল দিয়ে নির্মূল হয় না। বাতিল নির্মূল হয় না শান্তিবাদ ও তার স্লোগান দিয়ে, কিংবা জাতীয়তাবাদ ও তার পতাকা দিয়ে। বাতিলের অনুসরণ ও তার গর্তে প্রবেশ করে বাতিল নির্মূল করার তো প্রশ্নই আসে না! তেমনি, বাতিলের সাথে আপোষকামিতা করা, নমনীয়তা দেখানো এবং মাঝপথে তার সাথে হাত মিলানোর মাধ্যমেও বাতিলকে নির্মূল করা যায় না; আর এটা হলো মুরতাদ সংগঠনগুলোর কাজ। আর বাতিল নির্মূল হয় না আলাপ-আলোচনা, ও “সহাবস্থান” আর “ঘনিষ্ঠতার” ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে—যা দিনশেষে এ পথের পথিকদেরকেই ধ্বংস করে ছাড়ে। তেমনি বাতিল দূর হয় না, যদি তার জায়গায় আরেকটি ঠিক তেমন বা তার চেয়েও ভয়ংকর বাতিল বসানো হয়! এগুলো সবই শরয়িয়াহ ও সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী, এবং সুস্থ বিবেক ও প্রকৃতির বিরোধী।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বাতিলকে প্রতিহত করার সুনির্দিষ্ট পন্থা বলে দিয়েছেন, আর তা হলো— শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, অর্থাৎ যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমেই বাতিলকে প্রতিহত করতে হবে। যেমন, নবী ﷺ বদরের যুদ্ধে সাহাবিদের নিয়ে বের হয়েছিলেন কুরাইশের কাফেলা ধরার জন্য, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন ভিন্ন কিছু—তিনি চাইলেন, মুখোমুখি হোক, সংঘর্ষ হোক, যেন হক্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাতিল ধ্বংস হয়ে যায়। সূরা আনফালে আল্লাহ তায়া’লা বলেন:

{وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ}

“আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, অথচ তোমরা চাচ্ছ যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে, তিনি তাঁর কালিমা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করবেন।” ইমাম আবু জাফর বলেন: “আল্লাহ ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁর “কালিমা দ্বারা” অর্থাৎ, তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে হে মুমিনগণ!” কেননা যুদ্ধের মাধ্যমেই বাতিল দমন হয়, এটাই আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা। এটা বাদ দিয়ে যদি শয়তানের পন্থা অবলম্বন করা হয়, তবে বাতিল আরও মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় ও শক্তি সঞ্চয় করে। আর এই বিষয়ে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এই দ্বীনের জন্য বিজয় ও তামকীন নির্ধারিত রয়েছে, আর শুভ পরিণতি আল্লাহর মুত্তাকী বন্ধুদের জন্যই।কেননা এটি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। তিনি বলেন:

{إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ}

“নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীগণের দন্ডায়মান (কিয়ামত) দিনে সাহায্য করব” ইবনে আব্বাস (র.) বলেছেন: এই সাহায্য হবে “বিজয় ও আধিপত্য” দানের মাধ্যমে। এই প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমান, আর এটাকে অবিশ্বাস করা কুফর। যদি বস্তুগত সফলতা ও হিসাব-নিকাশ তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে, যাদের না আছে দ্বীন, না আছে ঈমান—তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাদের আগের জাতিগুলোও একই ধোঁকায় পড়েছিল, এরপর আল্লাহর আদেশ ও শাস্তি এমনভাবে এসে পড়ে, যা তারা কল্পনাও করেনি। তখন তাদের শক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিছুই কাজে আসেনি। এই অস্থায়ী দম্ভ ও অহংকার ছিল আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধাপে ধাপে শাস্তির দিকে টেনে নেওয়ার একটি কৌশল—যাতে তারা সবচেয়ে কঠিন ও পূর্ণ শাস্তি পেতে উপযুক্ত হয়। মুসলিমদের উচিত, তারা যেন আল্লাহর সাহায্য থেকে কখনো হতাশ না হয় এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাদের আস্থা কখনো টলে না যায়। তেমনি তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হলো, তারা যেন আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য সেই সব শরঈ উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণে আন্তরিক চেষ্টা করে, যেগুলোর আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করেন, যারা তাঁকে সাহায্য করে।” এই সাহায্যের অর্থ, তাঁর শরিয়াহ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের সহযোগিতা করার মাধ্যমে। এবং তারা যেন আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, এবং একতাবদ্ধ হয় সেই জামা'আহর পতাকাতলে, যারা রঙ পরিবর্তন ও পশ্চাদপসরণের যুগেও পতাকার পবিত্রতা অটুট রেখেছে, যারা পাহাড়ের মতো অটল অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে, মুরতাদ দলগুলো ফেনার মতো বিলীন হয়ে গেছে, তাদের মিথ্যা দাবিগুলো প্রকাশ পেয়ে গেছে। এমনকি আজ অন্ধের কাছেও পরিষ্কার হয়ে গেছে– এই দলগুলোকে এখন কুফরের ইমামরা জাহিলিয়াতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে তাওহিদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ফলে তারা নিজেদের জান-মাল বিলিয়ে দিচ্ছে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভিন্ন কুফরি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায়। আর এর মধ্যেও তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামায়নি; বরং বরং তাদের মধ্যে একমাত্র যে বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে, তা হলো দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা! এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, কাফিররা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য নিজেদের স্বার্থে জোট বাঁধছে, ঘাঁটি তৈরি করছে—তবে এসব কারণেই শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের একে অপরকে ধ্বংস করার দিকে নিয়ে যাবে। তারা একে অপরকে হত্যা করবে, শেষ পর্যন্ত তাদের ফেনা উবে যাবে এবং আল্লাহর কুদরতে তাদের শক্তি চূর্ণ হয়ে যাবে। এটাই পরিপূর্ণ জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী আল্লাহর পরিকল্পনা—তিনি এর মাধ্যমে তাঁর মুত্তাকি বান্দাদের জন্য বিজয়ের রাস্তা খুলে দেন এবং তাঁর শত্রুদের জন্য তাদের চাওয়া-পাওয়ার বিপরীতে শাস্তি বিধান করেন।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের জন্য জরুরি হলো—নিজেকে কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখা এবং সামনে যা আসছে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা। যে ব্যক্তি নিজেকে প্রস্তুত করবে না, সে ঝড়ের তোড়ে ভেসে যাওয়া ফেনার মতোই একদিন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে! বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত এতে সচেতন হওয়া, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমিয়ে আনা এবং সামান্য দিয়েই চলার অভ্যাস গড়ে তোলা। কেননা, দুনিয়ার মোহ ও বিলাসিতা-ই জিহাদ থেকে পিছিয়ে পড়ার বড় কারণ।

তেমনি একজন মুসলিমের উচিত হক্কের প্রতি হৃদয়কে প্রশস্ত করা এবং হতাশাবাদী ও নিরুৎসাহিতকারী লোকদের দিকে মনোযোগ না দেওয়া। আর যারা বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় ছড়িয়ে মানুষকে হক্কের পথে বাধাগ্রস্ত করে এবং বিপথে নিয়ে যায়, তাদের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ না করা। এসকল ফাঁদ তো একজন মুমিনের হৃদয়ে স্রোতের ওপরে ভেসে ওঠা ফেনার মতো, যা কিছুক্ষণ পরই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং খড়কুটোর সাথে আটকে থাকে। সুতরাং কেউ যদি সঠিক মানহাজের উপর অটল না থাকে, তবে এই ফাঁদগুলোই তাকে মাঝপথে গ্রাস করে ফেলে। অতএব, আপনারা দৃঢ়পদ থাকুন, নিজেদের অবস্থান ধরে রাখুন, হাল ছেড়ে দিবেন না। সফল সেই, যাকে আল্লাহ তাওফিক দেন।